নবম অধ্যায়

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থা

বেসরকারি খাত উন্নয়নে অনুসৃত 'রাষ্ট্রায়ত্ত খাত বেসরকারিকরণ কর্মসূচি' সত্ত্বেও জাতীয় উৎপাদন, মূল্য সংযোজন, কর্মসংস্থান ও রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। বিশেষ করে বিদ্যুৎ ও গ্যাস, পরিবহণ, যাতায়াত এবং সেবা খাতে বিদ্যমান রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থাসমূহ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে দেশে বিদ্যমান সকল অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় মোট পরিচালন রাজস্ব ছিল ১,২১,৮১৬.৬০ কোটি টাকা, যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ১,৪৯,৮৯৮.৯৩ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। তবে উৎপাদন ব্যয়ের নিরিখে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মূল্য সংযোজনের পরিমাণ ছিল ২২,৫২৫.৫৪ কোটি টাকা, যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ২৩,২৫৫.৬৯ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের (৩০ এপ্রিল ২০১৮ পর্যন্ত) সংশোধিত হিসাব মতে, সামগ্রিকভাবে এসব সংস্থার নীট মুনাফা হয়েছে ৯,২৯৫.৬২ কোটি টাকা। অন্যদিকে যেসব সংস্থা মুনাফা করেছে তা লভ্যাংশ হিসেবে একই সময়ে ২,০০৩.৩৫ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করেছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত অ-আর্থিক রাষ্ট্রীয় সংস্থার নিকট মোট ডিএসএল বাবদ পাওনার পরিমাণ ২,০৩,১৭২.৮১ কোটি টাকা। ৩১ জানুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিকট ৩০টি রাষ্ট্রীয় সংস্থার মোট ঋণের পরিমাণ ৩১,১৪৬.৭২ কোটি টাকা, যার মধ্যে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ হচ্ছে ২১৫.১৯ কোটি টাকা। ২০১২-১৩ অর্থবছরে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের মোট সম্পদের ওপর পরিচালন মুনাফার হার (ROA) -০.৫৯ শতাংশ হলেও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে তা ২.৮৭ শতাংশে পৌঁছে। পরিচালন রাজস্বের ওপর নীট মুনাফার হার ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৬.২১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ইক্যুইটির ওপর লভ্যাংশের হার ২০১২-১৩ অর্থবছরে ছিল ৩.৫১ শতাংশ, যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৪.১৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে এবং সম্পদের টার্নওভার বিবেচনায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরের সম্পদ ব্যবহারের দক্ষতা ২০১৫-১৬ অর্থবছরের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে।

দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্রমসম্প্রসারণশীল ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগের আওতা ও গভীরতা বৃদ্ধির পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় খাতের বিনিয়োগও সমভাবে উপস্থিত। দেশে বিদ্যমান রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে (অ-আর্থিক) বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্লাসিফিকেশন (BSIC) অনুযায়ী ৭টি সেক্টরে বিভক্ত করে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের অর্থনৈতিক ও আর্থিক বিশ্লেষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। সারণি ৯.১ -এ এসব সংস্থার শ্রেণিবিন্যাস দেখানো হলোঃ

সারণি ৯.১ঃ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহ (অ-আর্থিক)

ক্র: নং	সেক্টর	সংস্থার সংখ্যা	সংস্থার নাম
১।	শিল্প	৬টি	বাংলাদেশ বস্ত্র শিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন।
২।	বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি	৫টি	বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিস্কাশন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম পানি ও পয়নিস্কাশন কর্তৃপক্ষ, খুলনা পানি ও পয়নিস্কাশন কর্তৃপক্ষ।
৩।	পরিবহণ ও যোগাযোগ	৭টি	বাংলাদেশ সমুদ্র পরিবহণ কর্পোরেশন, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্পোরেশন, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।
৪।	বাণিজ্য	৩টি	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, বাংলাদেশ বাণিজ্য কর্পোরেশন, বাংলাদেশ পাট কর্পোরেশন (বিলুপ্ত)।
৫।	কৃষি	২টি	বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন।
৬।	নির্মাণ	৫টি	চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ।
৭।	সার্ভিস	১৭টি	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ চা বোর্ড, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন, বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এবং বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন, বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট।

উৎসঃ মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ।

রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের উৎপাদন ও উপাদান আয়

২০১২-১৩ অর্থবছরে দেশে বিদ্যমান সকল অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় মোট পরিচালন রাজস্ব ছিল ১,২১,৮১৬.৬০ কোটি টাকা, যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ১,৪৯,৮৯৮.৯৩ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ৫.৩২ শতাংশ। উক্ত সময়ে ক্রীত পণ্য ও সেবার মূল্য ২.২১ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। উৎপাদন ব্যয়ের নিরিখে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মূল্য সংযোজনের পরিমাণ ছিল ২২,৫২৫.৫৪ কোটি টাকা, যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ২৩,২৫৫.৬৯ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। মূল্য সংযোজনের প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৪১.৬০ শতাংশ। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে পরিচালন উদ্বৃত্ত ছিল ১১,৫৩২.২০ কোটি টাকা। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে তা হ্রাস পেয়ে ১০,৭১০.৪৫ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। সারণি ৯.২ এ ২০১২-১৩ থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের রাজস্ব, মূল্য সংযোজন, উপাদানের আয় এবং প্রবৃদ্ধির হার দেখানো হলোঃ

সারণি ৯.২ঃ অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের রাজস্ব, মূল্য সংযোজন, উপাদানের আয় এবং প্রবৃদ্ধির হার

(কোটি টাকায়)

	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	প্রবৃদ্ধির হার (২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭)
পরিচালন রাজস্ব	১,২১,৮১৬.৬০	১,৩৬,২৮২.৬০	১,৪০,০৫৯.৭৬	১,৩৬,৬০২.৬৯	১,৪৯,৮৯৮.৯৩	৫.৩২
ক্রীত পণ্য ও সেবা	১,১৬,০৩১.৩৯	১,২৪,৯৩৮.৩২	১,২৭,০১৩.৫৪	১,১৪,০৭৭.১৫	১,২৬,৬৪৩.২৪	২.২১
মূল্যসংযোজনঃ উৎপাদন ব্যয়ের হিসাবে	৫,৭৮৫	১১,৩৪৪	১৩,০৪৬.২২	২২,৫২৫.৫৪	২৩,২৫৫.৬৯	৪১.৬০
বেতন ও ভাতাদি	৪,০৩১	৪,৩৩৫	৪,৪৫৯.৮৭	৬,০১৫.৫২	৬,৫৯৪.৯১	১৩.০৯
অবচয়	৩,১৮৬.৪২	৩,৪৮৫.০৬	৪,০০৪.৯১	৪,৯৭৭.৮২	৫,৯৫০.৩৩	১৬.৯০
পরিচালন (উদ্বৃত্ত/লোকসান)	-১,৪৩২.৪৯	৩,৫২৩.৭৬	৪,৫৮১.৪৪	১১,৫৩২.২	১০,৭১০.৪৫	৭৫.৪৫
মূল্য সংযোজন	৫,৭৮৫	১০,৬৮১	১৩,০৪৬.২২	২২,৫২৫.৫৪	২৩,২৫৫.৬৯	৪১.৬০

উৎসঃ মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ।

নীট মুনাফা/লোকসান

২০১২-১৩ অর্থবছরে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থার নীট লোকসান ছিল ২,৬০৪.৭৩ কোটি টাকা। পরবর্তী চার বছরে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থা মুনাফা অর্জন করে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের (৩০ এপ্রিল ২০১৮ পর্যন্ত) সংশোধিত হিসাব মতে নীট মুনাফা হয়েছে ৯,২৯৫.৬২ কোটি টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন সর্বোচ্চ নীট মুনাফা অর্জন করে। বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশনের নীট মুনাফা পূর্ববর্তী অর্থবছরের (২০১৬-১৭) ৩,৯৮৭.৯২ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৬,১৮১.৩৫ কোটি টাকা হয়েছে। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৩,৯৯৫.৪২ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করেছে। অপরদিকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড সর্বোচ্চ লোকসানের সম্মুখীন হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এর নীট লোকসান পূর্ববর্তী অর্থবছরের (২০১৬-১৭) ৪,৪৩৪.০৩ কোটি টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ১,২৪৭.১৪ কোটি টাকা লোকসান হয়েছে। অন্যান্য সংস্থার মধ্যে বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন এর পূর্ববর্তী ২০১৬-১৭ অর্থবছরে নীট মুনাফা ছিল ৯২০.৪৬ কোটি টাকা। চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ প্রতিষ্ঠানের নীট মুনাফা বৃদ্ধি পেয়ে ৯৬৮.৩৫ কোটি টাকা হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের ২০১৬-১৭ অর্থবছরের নীট মুনাফা ৫০৩.৩৭ কোটি টাকা হতে চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরের এপ্রিল, ২০১৮ পর্যন্ত ৫৭৩.৬৮ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর নীট লোকসান পূর্ববর্তী ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ৫৬৯.৪৬ কোটি টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৬৪৪.৪১ কোটি টাকা, বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন এর নীট লোকসান পূর্ববর্তী ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ৪৮০.৯৪ কোটি টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ৪৮৯.৩১ কোটি টাকা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থার নীট মুনাফা/লোকসানের বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ২১ -এ দেখা যেতে পারে।

সরকারি কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান

রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহ ২০১৫-১৬ অর্থবছরে লভ্যাংশ হিসাবে মোট ১,৮৫১.০৫ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে, যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ২,২৭৯.১২ কোটি টাকায় উপনীত হয়। সংশোধিত হিসাব মতে, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে (৩০ এপ্রিল ২০১৮ পর্যন্ত) সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ ২,০০৩.৩৫ কোটি টাকা। ২০১৭-১৮

অর্থবছরে যে সকল সংস্থা উল্লেখযোগ্য হারে লভ্যাংশ প্রদান করবে বলে আশা করা যায় সেগুলোর মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (৭৫০ কোটি টাকা), তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (৯০০ কোটি টাকা), চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ (১১০ কোটি টাকা), বেসামরিক বিমান পরিবহণ কর্তৃপক্ষ (১২০ কোটি টাকা), বাংলাদেশ ইস্পাত প্রকৌশল কর্পোরেশন (১০ কোটি টাকা)। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহ কর্তৃক সরকারি কোষাগারে প্রদত্ত লভ্যাংশের বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-২২ এ দেখা যেতে পারে।

সরকারি অনুদান/ভর্তুকি প্রদান

সরকার ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১১টি রাষ্ট্রীয় সংস্থাকে অনুদান/ভর্তুকি হিসেবে ১,৭০৬.৫৯ কোটি টাকা প্রদান করেছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এর পরিমাণ হয়েছে ২,১৮৫.৯০ কোটি টাকা। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডকে ১,০৮৫.৪০ কোটি টাকা ভর্তুকি প্রদান করা হয়, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ৮৯১.৫৫ কোটি টাকা। তাছাড়া, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষকে ৪১১.৬৫ কোটি টাকা, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনকে ৩৭৯.৩১ কোটি টাকা এবং বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনকে ১৬৬.১৬ কোটি টাকা ভর্তুকি প্রদান করা হয়। সারণি ৯.৩-এ ২০১০-১১ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় সরকারি অনুদান/ভর্তুকির পরিমাণ দেখানো হলোঃ

সারণি ৯.৩ঃ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় সরকারি অনুদান/ভর্তুকির পরিমাণ

(কোটি টাকায়)

কর্পোরেশন/ প্রতিষ্ঠানের নাম	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭ সাময়িক	২০১৭-১৮ (সংশোধিত)
বিজেএমসি	১০৬.১২	১৩৮.৩১	৬১.৯৭	৮০.০৬	৪৮.৯৫	৬৯.২১	১০৯.৮৩
বিআইডব্লিউটিসি	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০
আরডিএ	০.২১	০.২৮	০.৩৩	০.৪০	০.৪০	০.৫০	২.২০
বিআইডব্লিউটিএ	১২০.১৬	১৬১.২২	১৮০.৪৩	১৪৩.১৭	২৭৪.৩৫	৪১১.৬৫	৪৫০.০০
বিএসসিআইসি	৬৪.৪৩	৬৪.০০	৭৯.৬৫	৬৯.৪০	১১৫.৬৯	১৬৬.১৬	১৬৩.৩৫
বিএসবি	১৫.৩৬	১১.৭৫	৬.৩১	১৩.৯৪	২১.৩৫	২২.৩৭	২৩.৪৯
ইপিবি	১৬.০০	১৬.০০	১৯.৫১	২২.২৯	২০.১৮	২৭.৯৫	২৮.৯১
বিএডিসি	২৭৯.৩০	২৯২.৯৪	২১৬.০৬	২৩০.১৩	৩১২.৩৩	৩৭৯.৩১	৪৩৭.৭০
এনএইচএ	০.১৫	১৫.৫০	১৭.৩০	১৭.৬১	১৬.৬১	১৭.০০	১৯.০০
বেজা	-	-	-	-	-	১০.০০	১৪.০০
খুলনা ওয়াসা	৮.১৬	৮.৬৫	৯.৫৪	১০.০০	১১.৫০	১৪.১০	১৪.৫০
রাজশাহী ওয়াসা	-	-	-	-	-	১৫.৯১	১৯.০০
বিএসআরটিআই	২.৮৮	২.৪৬	৩.০৩	৩.৪১	৪.৬৮	৫.৮৫	৬.২৬
মোট	**৬১৩.২৭**	**৭১১.৬১**	**৫৯৪.৬৪**	**৫৯০.৯২**	**৮২৬.৫৪**	**১,১০৯.০১**	**১,২৮৮.৭৪**

উৎসঃ মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ।

সরকারি দায়-দেনা (Debt Service Liabilities)

অর্থ বিভাগের ডিএসএল অধিশাখা ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত ১১৭টি স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত/ স্থানীয় (স্ব-শাসিত) সংস্থার বকেয়ার পরিমাণ নির্ধারণ করেছে। হিসাব মতে, ২০১৬-১৭ অর্থবছর শেষে এসব অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার নিকট মোট বকেয়ার পরিমাণ দাঁড়ায় ২,০৩,১৭২.৮১ কোটি টাকা। সরকারের ডিএসএল পাওনা ও আদায়ের সাময়িক হিসাব পরিশিষ্ট-২৩ এ দেখা যেতে পারে।

ব্যাংক ঋণ

৩০টি রাষ্ট্রীয় সংস্থার নিকট রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের ৩১ জানুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত মোট ৩১,১৪৬.৭২ কোটি টাকা ঋণ রয়েছে যার মধ্যে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ হচ্ছে ২১৫.১৯ কোটি টাকা (০.৬৯ শতাংশ)। যে সকল সংস্থার নিকট রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের সর্বোচ্চ ঋণ রয়েছে সেগুলো হলো বিপিডিবি (১০,৩৫৫.৯৩ কোটি টাকা), বিএসএফআইসি (৫,৫৮৫.৪৭ কোটি টাকা), বিপিসি (৪,১৫১.৭৫ কোটি টাকা), বিসিআইসি (৩,০৮৭.১৮ কোটি টাকা), বিওজিএমসি (৬৪৯.২০ কোটি টাকা), বিজেএমসি (৭৬১.৪৮ কোটি টাকা), বিএডিসি (২,৫৫২.২৫),

বিডব্লিউডিবি (৬২৩.০১ কোটি টাকা), বিবিসি (৯৪৩.৫১ কোটি টাকা), ঢাকা ওয়াসা (৪৬০.০৬ কোটি টাকা)। অন্যদিকে, যে সকল সংস্থার নিকট সর্বোচ্চ শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ রয়েছে সেগুলোঃ বিসিআইসি (২০.১৭ কোটি টাকা), বিটিএমসি (১১.০৭ কোটি টাকা), বিজেএমসি (১২.৪৮ কোটি টাকা), বিএডিসি (২১.২৭ কোটি টাকা), টিসিবি (১১.০৩ কোটি টাকা), বিটিবি (১০.৫২ কোটি টাকা)। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহের বকেয়া ও শ্রেণিবিন্যাসকৃত ঋণের ক্রমপুঞ্জিত পরিমাণ পরিশিষ্ট-২৪ এ দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের আর্থিক বিশ্লেষণ

বাংলাদেশে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের আর্থিক অবস্থা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মোট সম্পদের ওপর মুনাফার হার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি। কেননা, বাংলাদেশে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের প্রায় সমস্ত সম্পদ ও ঋণ সরকার অথবা রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক যোগান দেয়া হয়ে থাকে। সারণি ৯.৪ এ ২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের অর্জিত মুনাফার পরিমাণ দেখানো হলোঃ

সারণি ৯.৪ঃ রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের অর্জিত মুনাফা

(কোটি টাকায়)

	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	প্রবৃদ্ধির হার (২০১২-১৩ হতে ২০১৬-
১। পরিচালন রাজস্ব	১২১৮১৭	১৩৫৮৪৮	১৪০০৫৯.৭৬	১৩৬৬০২.৬৯	১৪৯৮৯৮.৯৩	৫.৩২
২। পরিচালন উদ্বৃত্ত	-১৪৩২.৪৯	২৮২৭.৫৮	৪৫৮১.৪৪	১১৫৩২.২	১০৭১০.৪৫	৩৫.৬১
৩। পরিচালন বহির্ভূত রাজস্ব	২৬৩৮	৩১২৯	২৮৯৪.৮৯	৩১২৭.১৮	৩১৫২.১৯	৪.৫৫
৪। কর্মচারি অংশীদারী তহবিল	৮৯.৪৮	৭৭.৭৮	৭৪.২৩	৬৯.১৮	৭০.১৮	-৫.৮৯
৫। ভর্তুকি (প্রত্যক্ষ)	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	-
৬। সুদ	২৫৮৭.৩৯	১৯৮৮.১৬	২১৯৬.২৮	২,৪৬৭.৫৭	২৮৮১.১৪	২.৭২
৭। করপূর্ব নীট লাভ/লোকসান	-১৪৭১	৩৮৯১	৫৩২৮.১৩	১২১৮৭.১৯	১০৯১৮.৪২	৩২.৯৩
৮। কর	১১৩৩.৬০	১০৫৩.৮৩	১০৪৪.৫	১২৯৮.৬৬	১৬০৯.৪৮	৯.১৬
৯। কর উত্তর নীট লাভ/লোকসান (৭-৮)	-২৬০৫	২৮৩৮	৪২৮৩.৬৩	১০৮৮৮.৫৩	৯৩০৮.৯৪	৩৩.৩৪
১০। লভ্যাংশ (ডিভিডেন্ড)	১০৪০.২২	১০৫৩.০৯	১২৩৫.২২	১৮৫১.০৫	২২৭৯.১২	২১.৬৬
১১। সংরক্ষিত আয় (৯-১০)	-৩৬৪৫	১৭৮৪	২৭৫২.৩৪	৪৫৯২.৭৩	৭০১৮.০৩	২৫.৩২
১২। মোট বিনিয়োগ/ফান্ড	২৪২০৯৬	২৬৭১৭৫	২৮৯২২৩.৪	৩৩৩০১৩.৪৪	৩৭৩৮২১.৪৫	১১.৪৭
১৩। ইক্যুইটি	২৯৬৬০	৩৩৫০৯	৫১৬৫৬.৩৬	৬৮৭১৫.৪১	৫৫১৬৩.২১	১৬.৭৮
১৪। মোট সম্পদের ওপর পরিচালন মুনাফার হার	-০.৫৯	১.০৬	১.৫৮	৩.৪৬	২.৮৭	৩০.৫৯
১৫। পরিচালন রাজস্বের ওপর নীট মুনাফার হার	-২.১৪	২.০৯	৩.০৬	৭.৯৭	৬.২১	৩৩.৭৬
১৬। ইক্যুইটির ওপর লভ্যাংশের হার (১০÷১৩)	৩.৫১	৩.৪১	২.৩৯	২.৬৯	৪.১৩	৪.১৮
১৭। মোট সম্পদের টার্নওভার (১÷১২)	০.৫০	০.৫১	০.৪৮	.৪১	০.৪০	-৫.৫২

উৎসঃ মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ।

লেখচিত্রঃ ৯.১ রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের ইক্যুইটির উপর লভ্যাংশের এবং মোট সম্পদের উপর পরিচালন লোকসান ও মুনাফার হার

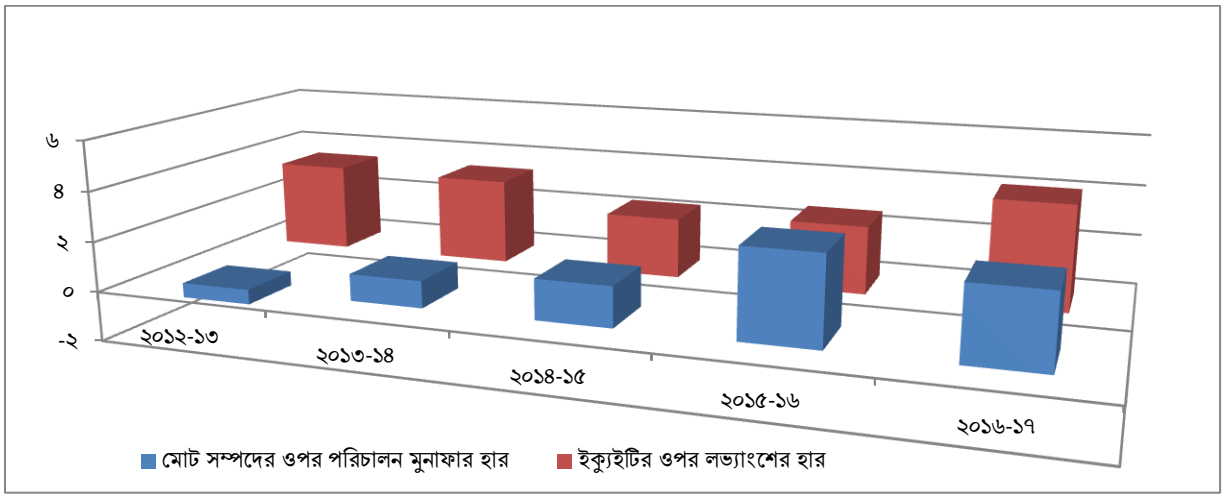

সারণি ৯.৪ হতে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের মোট পরিসম্পদের ওপর পরিচালন মুনাফার হার (ROA) ২০১২-১৩ অর্থবছরে ছিল -০.৫৯ শতাংশ যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২.৮৭ শতাংশে উপনীত হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে পরিচালন রাজস্বের ওপর নীট মুনাফার হার ছিল -২.১৪ শতাংশ যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৬.২১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ইক্যুইটির উপর লভ্যাংশের হার ২০১২-১৩ অর্থবছরে ছিল ৩.৫১ শতাংশ যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৪.১৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। সম্পদের টার্নওভার পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ২০১৬-১৭ অর্থবছরের সম্পদ ব্যবহারের দক্ষতা ২০১৫-১৬ অর্থবছরের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে।